মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের গণসংযোগ

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি ও পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি মোঃ জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের উদ্যোগে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকেলে শহরের শেখপাড়া ও কালাচাঁদপুরে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিএনপি নেতারা স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। পাশাপাশি তারা বিএনপি’র প্রতীক ধানের শীষের পক্ষে থাকার আহ্বান জানান। আসন্ন নির্বাচনে ধানের শীষের জয় নিশ্চিত করতে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান তারা।

এ সময় পৌর বিএনপি’র সাবেক নেতা হাবিব ইকবাল, ফজলু খানসহ দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে উপজেলা ও পৌর বিএনপির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনীতে উপজেলা ও পৌর বিএনপির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার সকাল ১১টায় গাংনী ঈদগাহ ময়দানে এ পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবদুল আওয়ালের সঞ্চালনায় ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজউদ্দীন কালুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, রোমানা আহমেদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা

বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দীন মনা, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবদাল হোসেন।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান সাতু, ইলিয়াস হোসেন, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জাকির হোসেন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনা, গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলামসহ জেলা, উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটির নাম ঘোষণা করেন এবং তাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।

আলমডাঙ্গায় ওসমানপুরে বিএনপি’র মতবিনিময় সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড বিএনপি’র উদ্যোগে ওসমানপুর গ্রামে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেল ৪টার দিকে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, মোঃ হাবিল শেখ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ৪নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ মিয়া। সঞ্চালনায় ছিলেন, ফিরোজ মাস্টার। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি নেতা মজিবর রহমান সামসুল, জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্র পরিষদের আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আল-আমিন বিশ্বাস হিমেল, আব্দুল আল-মামুন বিপ্লব, ডা. জামাল উদ্দিন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্র পরিষদের হারদী ইউনিয়ন সভাপতি মনিরুজ্জামান মনি, ছানোয়ার মাস্টার, আমছার, শাহিন, মকছেদ মাস্টার, সোহাগ রানা, ডাবলু, রিকন আলী, স্বাধীন, ইবাদত, আক্কাস, তালাল, কুদরত, মিনারসহ স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আব্দুল লতিফ মিয়া বলেন, “নমিনেশন যেই নিয়ে আসুক, আমরা সবাই এক হয়ে ধানের শীষকে শক্তিশালী করবো। এখানে কোনো গ্রুপিং থাকবে না। বিএনপি ঐক্যবদ্ধ থাকলেই বিজয় নিশ্চিত।” অন্যান্য বক্তারাও একই সুরে বলেন, বিএনপি’র ভেতরে বিভক্তি বা গ্রুপিং নয়, বরং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলেই আসন্ন আন্দোলন ও নির্বাচনে ধানের শীষের জয় সম্ভব।

একমাত্র শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পরিবারের হাতেই বাংলাদেশ নিরাপদ -মাসুদ অরুণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী বাজারে বিএনপি’র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুণের গণসংযোগ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকাল সাড়ে ৫ টায় বারাদী বাজারের ১ নং জেলা পরিষদ মার্কেট প্রাঙ্গণে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বারাদী ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন ও জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর থানা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, পিরোজপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর থানা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি শামসুল আলম, জেলা তাঁতী দলের সভাপতি আরজুল্লাহ রহমান বাবলু মাস্টার।

মাসুদ অরুণ তার বক্তব্যে বলেন, একমাত্র শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর পরিবারের হাতেই বাংলাদেশ নিরাপদ। হাসিনা ভারতের কাছে দেশ বিক্রি করতে চেয়েছিল, এখন শুনি অনেকেই গোপনে ভারতের সাথে যোগাযোগ করছে। তাই আমরা বিশ্বাস করি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর পরিবারের কাছেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব নিরাপদ। আমরা বিশ্বাস করি বেগম খালেদা জিয়ার কাছেই এ দেশ নিরাপদ। বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা ৩১ দফা কর্মসূচি দিয়েছি। এখানে কৃষকের কথা আছে, মেহনতী মানুষের কথা আছে, আমার মা বোনের কথা আছে, আমার ছাত্র-যুবকের কথা আছে, আমরা সেই ৩১ দফার ভিত্তিতে বৈষম্যহীন সমাজ

রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাই।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির। এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্র দলের যুগ্ম সম্পাদক রাশিদুল ইসলাম রাজন, ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক লুলু, থানা কৃষক দলের সহ-সভাপতি বাদলসহ জেলা ও ইউনিয়ন বিএনপি’র বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী বৃন্দ।

ঝিনাইদহের ৪টি আসনে মনোনয়ন যুদ্ধে আছেন যারা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ চুড়ান্ত না হলেও অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করেছে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে।

সেই সময়কে সামনে নিয়েই ঝিনাইদহের ৪টি আসনের বিএনপি, জামায়াতসহ অন্যান্য দলের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা গণসংযোগ, লিফলেট বিতরণ ও উঠান বৈঠক চালিয়ে যাচ্ছেন। জামায়াতসহ কিছু রাজনৈতিক দলের প্রার্থী চুড়ান্ত হলেও বিএনপিতে রয়েছে বিভেদ, সেই বিভেদকে মাথায় নিয়েই মনোনয়ন প্রত্যাশীরা কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সংযোগ ও সম্পর্ক বজায় রাখছেন, পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যাশীরা দলীয় মনোনয়ন পেতে নিজ নিজ দলের হাইকমান্ডে জোর যোগাযোগ রাখছেন। ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ভেতরে ভেতরে ভোটের মাঠ গোছাতে নেমে পড়েছেন। দলীয় কর্মসূচির পাশাপাশি জনমত গঠন ও সমর্থন বাড়াতে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রচারণা কমিটি করে নানা কৌশলে কাজ করে যাচ্ছেন।
সাপ্তাহিক ছুটি ও অন্যান্য জাতীয় দিবস সামনে এলেই বিভিন্ন দলের সম্ভাব্য মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ভোট চাইতে ঢাকা থেকে গ্রামে ছুটে আসছেন। অনেকে এলাকায় ব্যানার ফেস্টুন টাঙিয়ে প্রচার করে চলেছেন। থেমে নেই অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রচারণাও।

এদিকে নবগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ঝিনাইদহের চারটি

আসনের মধ্যে হাই প্রোফাইল রাজনৈতিক নেতৃত্বকে এখনো সামনে আনতে পারেনি। জেলার ছয়টি উপজেলায় এনসিপির দলীয় কর্মসূচিও তেমন একটা দেখা যায় না।

ছয়টি উপজেলা ও ছয়টি পৌরসভা নিয়ে ঝিনাইদহ জেলায় চারটি সংসদীয় আসন গঠিত। আসনগুলো হলো- ঝিনাইদহ-১ (শৈলকূপা), ঝিনাইদহ-২ (সদর আংশিক
– হরিণাকুন্ডু), ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর – মহেশপুর) ও ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ-সদরের আংশিক)।

জানুয়ারি ২০২৪ সালে প্রকাশিত ভোটার তালিকা অনুযায়ী ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১৫ লাখ এক হাজার ৩৮০ জন। সর্বশেষ এই ভোটার তালিকা অনুযায়ি এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এর মধ্যে ঝিনাইদহ-১ আসনে ভোটার সংখ্যা তিন লাখ ছয় হাজার ৩৩৬ জন। এ আসনে নারী ভোটার এক লাখ ৫২ হাজার ৭৫৯ ও পুরুষ ভোটার এক লাখ ৫৩ হাজার ৫৭৭ জন।

ঝিনাইদহ-২ আসনে মোট ভোটার চার লাখ ৭৬ হাজার ৩০০ জন। এর মধ্যে পুরুষ দুই লাখ ৩৭ হাজার ৫৩৩ জন ও নারী ভোটার দুই লাখ ৩৮ হাজার ৭৬২ জন। এ আসনে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন পাঁচজন।

এছাড়া ঝিনাইদহ-৩ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা চার লাখ তিন হাজার ২২৪। এর মধ্যে নারী এক লাখ ৯৯ হাজার ২৭৭ ও পুরুষ ভোটার দুই লাখ ৩ হাজার ৯৪৪ জন। এ আসনে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন তিনজন।

ঝিনাইদহ-৪ আসনে মোট ভোটার তিন লাখ ১৫ হাজার ৫২০ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার এক লাখ ৫৬ হাজার ও পুরুষ ভোটার এক লাখ ৫৯ হাজার ৬১৬ জন। এ আসনে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন চারজন।

তবে এবছরের জানুয়ারিতে শেষ হওয়া ভোটার তালিকা হালনাগাদের সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী জেলার চারটি আসনেই ভোটার সংখ্যা বেড়েছে। ভোটের মাঠে সম্ভাব্য প্রার্থী যারা

ঝিনাইদহ-১: এ আসনে বিএনপির একাধিক হাই প্রোফাইল সম্ভাব্য প্রার্থী রয়েছেন। তারমধ্যে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান আসন্ন নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন পেতে জোর তৎপরতা চালিয়ে জাচ্ছেন, তাকে মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে বলে উপজেলায় তার অনুসারি নেতা কর্মীরা বেশ গুঞ্জন ছড়াচ্ছেন। তিনিও নিয়মিত শৈলকূপার সাধারণ

মানুষের সঙ্গে সংযোগ বাড়িয়ে চলেছেন। উপজেলা জুড়ে তার অনুসারি বিশ্বস্ত কর্মী সমর্থকও রয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক। দলেও রয়েছে তার ক্লিন ইমেজ। ভোটের মাঠে সেই ইমেজকে বেছে নিতে পারেন সাধারণ ভোটাররা।

একই আসনে বিএনপির খুলনা বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু সম্ভাব্য মনোনয়ন প্রত্যাশী। তিনি এরই মধ্যে দলীয় কর্মসূচিগুলোতে মাঠঘাট দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। নিজস্ব দলীয় কর্মী বাহিনীসহ নিজের স্বচ্ছ ইমেজকে কাজে লাগিয়ে ভোটের মাঠে এগিয়ে যেতে চান তিনি। সাধারণ ভোটারদের কাছেও বাবু জয়ন্ত কুমার কুণ্ডুর বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। দলীয় হাই কমান্ডেও রয়েছে তার শক্ত অবস্থান। এছাড়াও সাবেক এমপি আব্দুল ওহাবসহ আরও দু একজন মনোনয়ন প্রত্যাশী রয়েছে বিএনপিতে তবে ধারণা করা হচ্ছে অ্যাটর্নি জেনারেল, মো: আসাদুজ্জামান এবং কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুণ্ডুর মধ্যেই যে কেউ পেতে পারেণ আসনটি।

এছাড়া এ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ঘোষণা দিয়েছেন শৈলকূপা উপজেলা জামায়াতের আমির এএসএম মতিউর রহমান। নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনো চুড়ান্ত না হলেও জামায়াতের এ নেতাকে সম্ভব্য প্রার্থী ঘোষণা করায় তিনি সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে ভোটারদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

এ আসনে চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। তবে দলটির উপজেলা সভাপতি এ আসন থেকে আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন বলে জোর গুঞ্জন রয়েছে। তবে আসনটিতে বিএনপির প্রভাব বেশি থাকায় তাদের জয়ের পাল্লা ভারি বলে জানা গেছে। এছাড়া গণঅধিকার পরিষদ ও এনসিপি থেকে ঝিনাইদহ-১ আসনে তেমন কোনো জোরাল প্রার্থীর নাম শোনা যাচ্ছে না।
ঝিনাইদহ-২: এই আসনটি ঝিনাইদহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসন। জেলা সদরে এই আসনটি হওয়ায়, সব দলই এ আসনটিকে নিজেদের

ডেরায় রাখতে চায়। এ আসনে বিগত দিনে বিএনপির এক চেটিয়া আধিপত্য ছিল। তবে বিগত ১৬ বছরে বিতর্কিত একাধিক নির্বাচনে ভোট দিতে না পেরে ঝিমিয়ে পড়েছিলেন বিএনপির তৃণমূল সমর্থকরা। এবার তারা ভোটের অপেক্ষায় রয়েছেন।

ভোটাররা বলছেন, তারা এবার নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট

বিজয়ী করতে হবে। আর এ লক্ষ্যে আমরা প্রতিটি ইউনিয়নে আলাদা কমিটি করে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছি আমরা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত রয়েছি। তিনি বলেন, বিগত দিনে ঝিনাইদহ-২সহ ঝিনাইদহের প্রতিটি আসন থেকে আমরা বার বার জয়লাভ করেছি। এই নির্বাচনেও ইনশাল্লাহ আমরা প্রতিটি আসন থেকে জয়লাভ করব।

তরুন, যুবসমাজ ও মহিলা ভোটাররা এবার নির্বাচনে ব্যাপক প্রভাব ফেলবেন, কারণ এর আগে তারা সঠিক ভাবে ভোট দিতে পারেনি। সবার মধ্যেই ভোট দেওয়ার আকাঙ্খা কাজ করছে, তবে তারা সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব বেছে নেবেন বলে জানান। যায়হোক ব্যালটের মাধ্যমে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করে দেশের ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে চাই সবাই।

গত ১৭ বছর কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো ছিল রাজনৈতিক আশ্রয়কেন্দ্র

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, সবার জন্য স্বাস্থ্য নয়, মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে হবে। আর এই দায়িত্ব নিয়েছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি। সকলের কাছে আমরা স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেব ইনশাআল্লাহ। প্রতিটি মানুষের যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা আমরা করব।

ইতিমধ্যেই ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা চালু করা হয়েছে। আশা করছি যে কোনো স্বাস্থ্যসেবা আপনারা সেখানে গেলে পাবেন। বিএনপির ৩১ দফার আলোকে ২৬ নম্বর পয়েন্টে যে কথা বলা রয়েছে সবার জন্যই স্বাস্থ্য এবং মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে হবে।

আজ শুক্রবার সকালে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্যে এসকল কথা বলেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো যেগুলো স্থাপন করেছিলেন জিয়াউর রহমান, পরবর্তীতে পুনরায় সেগুলো স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। এই ১৭ বছরে সেই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছে। সেই সমস্ত ক্লিনিকগুলো হয়ে গিয়েছিল পলিটিকাল আশ্রয়কেন্দ্র। সেগুলো কোনো স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে পড়ে না।

এই নির্বাচনের আগে আমরা ২০ থেকে ৩০টা মেডিকেল ক্যাম্প করব। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে আমাদের জেলা বিএনপির সকল সদস্য আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করবেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাবেক সহ-সভাপতি আনছারুল হক, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য আলমগীর খান ছাতু, আবু সালেহ নাসিম, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি রুমানা আহম্মেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জাকির হোসেন, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা প্রমুখ।

জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান আরো জানান, আজ দিনব্যাপী মেহেরপুরের অসহায় মানুষকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে, পাশাপাশি তাদেরকে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হবে। এছাড়াও প্রতি মাসে এই মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজন করা হবে বলে জানান তিনি।

চিকিৎসা নিতে আসা ব্যক্তিরা জানান চিকিৎসা সেবা ও বিনামূল্যে ওষুধ পেয়ে খুশি তারা।

আলমডাঙ্গা নাগদাহতে বিএনপি’র

কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা উপজেলা নাগদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র উদ্যোগে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়ন বিএনপি ও সমর্থক গোষ্ঠীদের মধ্যে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

উক্ত মতবিনিময় সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, নাগদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সভাপতি জনাব আব্দুর রশিদ হেবা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সফল চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম সেলিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি, আনিসুর, রহমান আনিচ। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকদলের সাবেক সভাপতি বোরহান উদ্দিন, আলমডাঙ্গা উপজেলা, যুবদলের, যুগ্ম আহ্বায়ক, মোঃ মাগরিব হোসেন।

উক্ত মতবিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, নাগদাহ ইউনিয়ন বিএনপি সমর্থক গোষ্ঠী, অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা।

আসন্ন দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে উদযাপনে মেহেরপুর জেলা বিএনপির মতবিনিময় সভা

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নে পালনে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনা বাস্তবায়নে এ উপলক্ষে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ সভার আয়োজন করা হয়। মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি

আমিরুল ইসলামের সঞ্চালনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আনছারুল হক। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য আলমগীর খান ছাতু, আবু সালেহ নাসিম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা।

এছাড়াও এ মতবিনিময় সভায় পূজা উদযাপন পরিষদসহ সনাতন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সভায় অংশ নেন। তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ মেহেরপুরের আহ্বায়ক সঞ্জীত পাল বাপ্পি, বাংলাদেশ হিন্দু-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা আহ্বায়ক মাধব চন্দ্র ভাস্কর এবং পৌর পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি বিশ্বনাথ সাহা। এছাড়াও জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মন্দির কমিটির নেতারাও মতবিনিময়ে অংশগ্রহণ করেন।

সভায় বক্তারা বলেন, মেহেরপুর জেলায় শারদীয় দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে, শান্তি ও স্বস্তির পরিবেশে পালনে বিএনপির পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে। তারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

পরিশেষে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২১ টি পূজা মণ্ডপে অর্থ প্রদানের মধ্যে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র মতবিনিময় সভায় শরিফুজ্জামান

শরিফ

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র দলীয় কার্যালয়ে মতবিনিময় সভায় চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরীফ। তিনি বলেন, বিএনপি সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র উদ্যোগে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সকাল ১১ টার দিকে উপজেলা বিএনপি’র দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আকতার হোসেন জোয়ার্দ্দার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক জননেতা শরিফুজ্জামান শরীফ।

ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনা করে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার মামলা-হামলা করে বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। কিন্তু বিএনপি জনগণের দল বলে আজ আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। আগামী দিনে জনগণের ভোটের মাধ্যমে বিএনপি আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসবে। সেই ধারাবাহিকতা রেখে বিএনপি’র প্রতিটা কর্মীকে ধানের শীষের বার্তা এলাকার প্রতিটা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক রোকন, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, বাড়াদী ইউপি চেয়ারম্যান তোবারক হোসেন। উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেনের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন, পৌর বিএনপি ও ১৫ টি ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির সাধারণ

সম্পাদক কামরুল হাসানের গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের ৬ ও ৭নং ওয়ার্ডে বিএনপির ৩১ দফা দাবি প্রচারে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে বারাকপুর ও রাধাকান্তপুর গ্রামে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

এ সময় তিনি এলাকাবাসীর হাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট তুলে দেন এবং স্থানীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

তাদের মধ্যে ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য আলমগীর খান ছাতু, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ,সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হক মিন্টু,জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, বুড়িপোতা ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি নাসির উদ্দিন,সাধারণ সম্পাদক ফরিদ উদ্দিন আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন,৭নং ওয়ার্ডের সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান ও ৬নং ওয়ার্ডের সভাপতি আব্দুল খালেক, সাধারণ সম্পাদক বুলবুল আহমেদ, বিএনপি নেতা নাহিদ, আয়নাল হক,মাসুদ রানা সহ স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।